ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

সিগারেট ছাড়া রানী থাকতেই পারতেন না

পৃঃ ৫

কবে মাঠে দেখা যাবে মেসিকে?

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৪৪ ● কলকাতা ● ২০ ভাদ্র, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় লরেন্স ওং-এর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সিঙ্গাপুরের সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী ওং। বৈঠকে দুই নেতা ভারত-সিঙ্গাপুর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। এই সম্পর্ককে সার্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। এর ফলে ভারতের পূবে সক্রিয় হও নীতির রূপায়ণে গতি আসবে। দু'দেশের বিস্তৃত অর্থনৈতিক সহযোগিতার পরিসর নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন দুই নেতা। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত আদান-প্রদান আরও বাড়ানোয় তাঁরা জোর দেন। ভারতের অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে সিঙ্গাপুরের বিনিয়োগ প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা, একথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী ওই দেশকে নতুন দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে বর্ণনা করেন। ভারতে দ্রুত ধারাবাহিক বিকাশ সিঙ্গাপুরের সংস্থাগুলির সামনে বিপুল লগ্নির সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, সমুদ্র পরিসর সংক্রান্ত সচেতনতা, শিক্ষা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ফিনটেক, নব্য প্রযুক্তি, বিজ্ঞান সংক্রান্ত ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা নিয়ে দুই নেতার মধ্যে আলোচনা হয়। দু'দেশের সংযোগের আরও প্রসারে জোর দেন তাঁরা। গ্রিন করিডর প্রকল্প রূপায়ণে গতি আনার বিষয়ে দুই নেতাই গুরুত্ব আরোপ করেন। ২০২৪-এর আগস্টে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ভারত-সিঙ্গাপুর মন্ত্রী পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফল নিয়ে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা হয়। ওই

এরপর ৩ পাতায়

অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্পের

পরিবর্তনের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশন প্রকল্পের পরিবর্তনের পাশাপাশি অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্পের পরিবর্তনের পরিকল্পনা করেছে মোদি সরকার।

অগ্নিবীরদের ধরে রাখার পাশাপাশি তাদের বেতন বৃদ্ধি ও এনটাইটেলমেন্টেরও পরিবর্তন করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে সমগ্র স্কিমটির পরিকাঠামো এবং সুবিধাগুলোকে উন্নত করা হবে। এই পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। এমনকি সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাওয়া যুবকদেরও প্রতিবাদের মুখে পড়তে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে।

বর্তমানে প্রাথমিক চাকরির সময়কালের পরে ২৫ শতাংশ অগ্নিবিরকে ধরে রাখা হয়। সামরিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন " এই সংখ্যাটা অপর্যাপ্ত। অগ্নিবিরদের ধরে রাখার সংখ্যা পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি করা উচিত"। এই পরিবর্তন গুলি নিয়ে সেনাবাহিনীর তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ জমা পড়েছে। সেনাবাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকরা বলেছেন অগ্নিপথ প্রকল্পটি উন্নত করতে যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে তা বেশি সময় সাপেক্ষ।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্কিম অনুযায়ী চার বছরের স্বল্প মেয়াদী চুক্তিতে বিমান, নৌ নৌ এবং সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়। বার্ষিক মোট নিয়োগের ২৫ শতাংশ কে থাই কমিশনের অধীনে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

এই বিষয়ে সেনাবাহিনীর পদপ্রার্থীরা বলেছেন "চার বছর পর যারা চাকরি ছেড়ে যাচ্ছেন তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত"। স্বভাবতই সেনাবাহিনীর পদপ্রার্থীর কথা নিয়েও সর্বত্র প্রতিবাদ হয়। বিরোধী শিবির অবশ্য পুরনো স্কিমকেই ফিরিয়ে আনার পক্ষে।

রাজ্য পুলিশ কমিশনারের অপসারণের দাবিতে

কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে সমগ্র রাজ্য তথা দেশ। আন্দোলনকারীরা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের অপসারণের দাবিতে পথে নেমেছেন। এবার সেই বিনীত গোয়েলের অপসারন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছে।

রাজ্যের পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের জনস্বার্থ মামলা করায় আইনজীবীদের ভূমিকা নিয়েও আদালত প্রশ্ন করেছে। প্রধান বিচারপতি এই বিষয়ে মন্তব্য করে বলেছেন "আরজিকর মামলায় রাজ্য প্যানেলের আইনজীবী এসেছিলেন সওয়াল করতে। প্রভাব বিস্তার করে ওই প্রিন্সিপাল রাজ্যের আইনজীবীকে তার হয়ে সওয়াল করেন। তাই পুলিশ কমিশনারের মামলায় রাজ্যের আইনজীবী নোটিশ দেবেন"। জানা গেছে আগামী ১৮ ই সেপ্টেম্বর সব মামলার সঙ্গে এই মামলাটিও শোনা হবে। কয়েকদিন আগে পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল সংবাদ মাধ্যমের কাছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে নির্যাতিতা মহিলার নাম প্রকাশ্যে আনার অভিযোগে তার অপসারণের দাবিতে হাইকোর্টে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। এছাড়াও জুনিয়র ডাক্তাররা পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে ধর্না কর্মসূচি চালিয়ে লালবাজারে ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন। পুলিশ কমিশনারের অপসারণের দাবিতে যে জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছে সেদিকেই এখন তাকিয়ে আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তার সহ রাজ্যবাসী।

মহিলাদের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো মহাসমারোহে

বাসিরুল হক : বহরমপুর : নিউজ সারাদিন : রক্ত ছাড়া কোনো মানুষের জীবন ভাবা যায় না। মানবদেহের এই অত্যাবশ্যকীয় উপাদানটির কোনো বিকল্প তৈরি করা এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাতে প্রায়ই জরুরিভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন হয়। শুধু থ্যালাসেমিয়া রোগী নয়, এছাড়াও কারো অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, দুর্ঘটনায় আহত, সন্তান প্রসব, অ্যানিমিয়া, হিমোফিলিয়া, অস্ত্রোপচার, রক্তবমি অথবা পায়খানার সঙ্গে রক্ত গেলেও রোগীর শরীরে রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন পড়ে। আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই বৃহস্পতিবার বহরমপুর কালেক্টরেট প্রাঙ্গনে স্বনির্ভর দলের মহিলাদের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির হয়। বহরমপুর কালেক্টরেট প্রাঙ্গন, (আনন্দধারা) ব্যবস্থাপনায় ডিআরডিসি ও উৎকর্ষ বাংলা মুর্শিদাবাদ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক শ্রী রাজর্ষি মিত্র, জেলা সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, অতিরিক্ত জেলা শাসক উন্নয়ন চিরন্তন প্রামানিক, অতিরিক্ত জেলাশাসক জেনারেল শ্রী দিনো নারায়ন ঘোষ, অতিরিক্ত জেলা শাসক জেলাপরিষদ মো সামসুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা শাসক ভুমি দপ্তর শ্রী সুমন্ত সহায়, জেলা পুলিশ সুপার সূর্য প্রতাপ যাদব, সি এম ও এইচ ডক্টর সন্দীপ স্যানাল, জেলা প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডক্টর সুকান্ত সাহা, এস ডিও সদর শ্রী শুভঙ্কর রায়, সোসাল ওয়েল ফেয়ার আধিকারিক সৌমিক বাগচী, ইস্টেট ম্যানেজার দেবব্রত রায়, ডেপুটি সেক্রেটারি জেলা পরিষদ বিমল কুমার শর্মা, ইলেকসন ওসি লিটন সাহা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সন্দীপ ভট্টাচার্য, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট .আধিকারিক অমিতদেব মন্ডল। জেলা পঞ্চায়েত এবং গ্রাম উন্নয়ন আধিকারিক রাজর্ষি নাথ, জেলা প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিক কমল চক্রবর্তী, রিভিনিউ আধিকারিক পারিজাত রায় সহ বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি আধিকারিকগণ। জেলা প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডক্টর সুকান্ত সাহা বলেন, "আমাদের জেলার ২৫০ টি সংঘ, ২৬টি মহাসংঘের প্রাই সাতশো মহিলা এখানে এসেছেন। তারমধ্যে ৩৫০ জন মহিলা রক্ত দান করবেন। এটা স্থির হয়েছে। এর পাশাপাশি

এরপর ৩ পাতায়

নানকা হেলার শহীদ দিবস পালিত

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বাবা সাহেব জনকল্যাণ সমিতি কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ (হেলা ঐক্য) স্বাধীনতা সংগ্রামী নানকা হেলার শহীদ দিবসে নন্দন বাগান বস্তিতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মিডিয়া ইনচার্জ বিজয় হেলা, সন্দীপ হেলা ও জিতু হেলা জানান, আজকের কর্মসূচিতে নানকা হেলার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণদের স্কুল ব্যাগ ও চারা দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এছাড়াও, ডাঃ নীলরত্ন মহাপাত্র এবং ডাঃ টি কে বিশ্বাস দ্বারা একটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে পরীক্ষা, রক্তের শর্করা পরীক্ষা, রক্তের গ্রুপ, বিএমডি পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা, কিডনি, হৃদরোগ, প্রতিটি রোগের ওষুধ পাওয়া যায় এবং বিতরণ করা হয়েছিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শ্রেয়া পান্ডে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে সর্বভারতীয় হেলা সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রিজমোহন লাল হেলা, রতন কুমার হেলা, রঞ্জিত দাস, ওমপ্রকাশ হেলা, রামচন্দ্র গোপী, সমাজবাদী পার্টির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক জিত রাজ হেলা, রবি কুমার বাল্মীকি, ড. আর. এস. আনন্দ, বিনোদ কুমার হেলা, মনোজ কুমার হেলা রামাসরে, কমল কুমার বাওরা, মনোজ কুমার মাকেটাল, দিলীপ কুমার ঘোষ, সজল বিশ্বাস ষ বিজয় কুমার সিং, জগদীশ মল্লিক উপস্থিত ছিলেন ষ মহিলা হেলা ঐক্যের লক্ষ্মী হেলা, কিরণ হেলা, চাঁদনী হেলা, নেহা হেলা, কবিতা হেলা, মীনা হেলা, রীনা হেলা, নীলম হেলা, সরস্বতী হেলা, মিতা হেলা, জুলি হেলা উপস্থিত ছিলেন: রামদিন হেলা, কিশোর হেলা, মহেশ ভারতী, রাজেশ খোটে, সুভাষ হেলা, বাবু হেলা, রমেশ হেলা, বাবু লাল। হেলা, অনিল হেলা, বিকাশ হেলা, মুন্না হেলা, মুকেশ কুমার হেলা, মুকেশ হেলা, বিনোদ হেলা , অরুণ হেলা, সোনু হেলা, সন্তোষ কুমার হেলা, চন্দন হেলা, শিবু হেলা, বিনোদ হেলা, সাহিল হেলা। , সঞ্জয় হেলা, সুজল হেলা, কানহাইয়া হেলা, সন্তোষ কুমার সিং, কানহাইয়া লাল দাস, অশোক দাস, দিলীপ রাজাক, দীনানাথ দাস, গৌতম প্রসাদ হেলা, রিতেশ হেলা উপস্থিত ছিলেন।

মোবিলিটি এআই-এর মাধ্যমে গাড়ির নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় নজর পায়োনিয়ারের,

ভারতীয় সড়কের জন্য নিয়ে এল নতুন স্মার্ট ড্যাশক্যাম পোর্টফোলিও

নয়াদিল্লি : নিউজ সারাদিন: জাপানের পায়োনিয়ার কর্পোরেশনের অধীনস্থ সংস্থা পায়োনিয়ার ইন্ডিয়া তাদের মোবিলিটি এআই পোর্টফোলিও থেকে ভারতের জন্য নিয়ে এল বিশেষভাবে ডিজাইন করা একটি অত্যাধুনিক ড্যাশ ক্যামেরার রেঞ্জ। উন্নত বৈশিষ্ট্য যেমন এআই নাইট ভিশন, এডিএএস অ্যালার্ট এবং উন্নত পার্কিং মনিটরিং যুক্ত পায়োনিয়ারের নতুন স্মার্ট ড্যাশ ক্যামেরা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রতিটি গাড়ির জন্য উন্নত নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং সহজতা প্রদান করবে। এই ড্যাশ ক্যামেরাগুলি ভারতে ডিজাইন করা হয়েছে এবং বিশেষভাবে ভারতীয় রাস্তার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা প্রতিটি ভারতীয় চালক এবং গাড়ির মালিকদের সন্তুষ্ট করবে।

নয়াদিল্লির হোটেল ললিত-এ অনুষ্ঠিত হওয়া একটি প্রেস কনফারেন্সে নতুন ভিআরইসি ড্যাশ ক্যামেরা সিরিজের চারটি মডেল; ভিআরইসি-এইচ১২০এসসি, ভিআরইসি-এইচ৩২০এসসি, ভিআরইসি-এইচ৫২০ডিসি এবং ভিআরইসি-জেড৮২০ডিসি উন্মোচন করা হয়, যেখানে লাইভ ডেমোর সাথে এবং গত বছর প্রতিষ্ঠিত হওয়া পায়োনিয়ার ইন্ডিয়ার নতুন উন্নত আরঅ্যান্ডডি সেন্টারের এক্সিকিউটিভ এবং প্রযুক্তি জগতের অন্যতম ব্যক্তিত্বদের সাথে আলোচনা হয়েছিল।

পায়োনিয়ারের নতুন স্মার্ট ড্যাশ ক্যামেরাগুলি সামনে এবং পিছনে রাস্তার উচ্চ-মানের ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল ভিডিও ফুটেজ রেকর্ড করতে সাহায্য করে যা গাড়ি চালানোর সময় বা পার্কিং করার সময় সুরক্ষা প্রদান করে এবং সংঘর্ষ বা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ প্রমাণ প্রদান করে। এছাড়াও, রেকর্ড করা ফুটেজের পর্যালোচনার দ্বারা গাড়ি চালানোর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে এটা বিমা প্রতারণার বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। গাড়ি চালানোর সময় এবং পার্ক করার সময় মানসিক শান্তি প্রদান করার পাশাপাশি এটা ড্রাইভিংয়ের সময় স্মরণীয় মুহূর্তগুলি ক্যামেরাবন্দি করার মাধ্যমে আনন্দও প্রদান করে। সমস্ত মডেলগুলিতে পার্কিং মনিটরিং, অবিচ্ছিন্ন লুপ রেকর্ডিংয়ের সাথে শক্তিশালী কম্পন বা আকস্মিক ঝাঁকুনির মতো ঘটনাগুলির অটোমেটিক রেকর্ডিংয়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ভিআরইসি-জেড৮২০ডিসি ৪ক ভিডিও রেজোলিউশন, এআই-ভিত্তিক নাইট ভিশন, ওয়াইড ডিসপ্লে এবং এডিএএস বৈশিষ্ট্য সহ একটি প্রিমিয়াম ডুয়াল-চ্যানেল মডেল। এতে একটি রিয়ার ক্যামেরা ও জিপিএস লগার রয়েছে এবং এটি অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভিডিওগুলি লুপে রেকর্ড করতে সক্ষম।

এবং ৩৬০ক্ক ঘূর্ণন মাধ্যমে রাস্তার পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

ব্যবহারকারীরা পায়োনিয়ারের ইউজার-ফ্রেন্ডলি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে তাদের ড্যাশ ক্যামেরাগুলিকে নিয়ন্ত্রন করতে পারেন, যা ব্যবহারকারীদের একটি সহজ কিন্তু ব্যাপক অভিজ্ঞতা প্রদান করে। অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের ক্যামেরার ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ড্যাশ ক্যামেরার সাথে সংযোগ করতে, রেকর্ড করা ভিডিওগুলি ব্রাউজ করতে ও দেখতে, এবং ট্রাভেলগ তৈরি করতে সাহায্য করে। ব্যবহারকারীরা অ্যাপের মাধ্যমে ড্যাশ ক্যামেরার সেটিংসও পরিবর্তন করতে পারেন।

জাপানের পায়োনিয়ার কর্পোরেশনের নবগঠিত মোবিলিটি এআই এবং

এরপর ৩ পাতায়

সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দিরে শিক্ষক দিবস উদযাপন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আজ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দিরে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে শিক্ষক দিবস উদযাপন করা হয়। মূলতঃ নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রধান শিক্ষিকাসহ ৫০ জন শিক্ষিকা ও ১০ জন শিক্ষাকর্মীকে

এরপর ৩ পাতায়

নবজাতক ও শিশু

মৃত্যুর হার কমাতে স্বচ্ছ ভারত মিশনের প্রভাবে বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

নতুন দিল্লি ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ দেশে নবজাতক ও শিশু মৃত্যুর হার কমাতে স্বচ্ছ ভারত মিশনের মতো প্রকল্পগুলির প্রভাবের বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট ভাগ করে নিয়েছেন।

এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন,

"স্বচ্ছ ভারত মিশনের মতো প্রচেষ্টার প্রভাব সম্পর্কে গবেষণামূলক ফলাফল দেখতে পেয়ে আনন্দিত। নবজাতক ও শিশু মৃত্যুর হার কমাতে যথাযথ শৌচাগারের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

স্বচ্ছ ও নিরাপদ শৌচাগার জনস্বাস্থ্যে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছেষ। আমি আনন্দিত যে, ভারত এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরেই হরিয়ানায় বিজেপিতে গৃহযুদ্ধ,

দল ছাড়লেন ২০ নেতা

রোহতক: নিউজ সারাদিন : বিধানসভা ভোটের জন্য প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরেই হরিয়ানা বিজেপিতে শুরু হয়েছে গৃহযুদ্ধ। টিকিট না পেয়ে ইতিমধ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন কয়েক ডজন নেতা। অনেকে নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেছেন। অনেকে আবার দল ছেড়েছেন। দলত্যাগীদের মধ্যে যেমন রয়েছেন বিজেপির ওবিসি মোর্চার রাজ্য সভাপতি, তেমনই রয়েছেন বেশ কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রী।টিকিট না পেয়ে এদিন বিজেপি ছাড়ার ঘোষণা করেছেন রতিয়ার বিধায়ক লক্ষ্মণদাস নাপা, রাজ্য বিজেপির ওবিসি মোর্চার সভাপতি করণ দেব কম্বোজ, দাদরির কিষাণ মোর্চার জেলা সভাপতি বিকাশ সিং বল্লে, সোনিপত বিজেপির পর্যবেক্ষক অমিত জৈন, হরিয়ানা বিজেপির কিষাণ মোর্চার রাজ্য সভাপতি সুখবিন্দর মান্ডি, হিসারের বিজেপি নেতা দর্শন গিরি মহারাজ, সবিতা জিন্দল, নবীন গোয়েল, সতীশ খোলা, প্রাক্তন মন্ত্রী বচন সিং আর্যের মতো দাপুটে নেতা-নেত্রীরা। সবিতা জিন্দল বিজেপি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্দল হয়ে ভোটে লড়ারও ঘোষণা করেছেন। ভোটের মুখে একের পর এক নেতার দলত্যাগে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন বিজেপি'র রাজ্য নেতৃত্ব।

আগামী ৫ অক্টোবর হরিয়ানা বিধানসভার ভোট। এক দফাতেই ৯০ আসনে ভোট নেওয়া হবে। গতকাল বুধবারই (৪ সেপ্টেম্বর) বিজেপির তরফ থেকে প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। প্রথম দফাতে ৯০ আসনের মধ্যে ৬৭ আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরেই বিজেপির অন্দরে ক্ষোভের আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

১-ম পাতার পর

সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

বৈঠকগুলিতে উন্নতমানের উৎপাদন, সংযোগ, ডিজিটালাইজেশন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও ওষুধ, দক্ষতা বিকাশ এবং ধারাবাহিক উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলিকে সহযোগিতার পরিসর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষত সেমি-কন্ডাক্টর ও নব্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী ও ভবিষ্যৎমুখী করে তুলবে বলে দুই প্রধানমন্ত্রী মনে করেন।

২০২৫-এ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৬০তম বার্ষিকী উদযাপনের বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গাপুরে ভারতের প্রথম থিরুভাল্লুভার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন। আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক নানা বিষয় নিয়ে তাঁদের মতবিনিময়ে ভারত-আসিয়ান সমীকরণ এবং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়। সেমি-কন্ডাক্টর, ডিজিটাল প্রযুক্তি, দক্ষতা বিকাশ এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করেন দুই নেতা। প্রধানমন্ত্রী ওং-কে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী ওই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

সিঙ্গাপুরের বরিষ্ঠ মন্ত্রী লি সিন লুং এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

নতুন দিল্লি ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সিঙ্গাপুরের প্রবীণ মন্ত্রী এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লি সিন লুং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সিঙ্গাপুরের প্রবীণ মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন।

প্রধানমন্ত্রী ভারত-সিঙ্গাপুর রাজনৈতিক অংশীদারিত্ব বাড়াতে প্রবীণ মন্ত্রী লি-র ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং প্রবীণ মন্ত্রী হিসেবে নতুন ভূমিকায় লি ভারতের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের সম্পর্ক মজবুত করার বিষয়ে তাঁর লক্ষ্য স্থির রাখবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গাপুরের প্রবীণ মন্ত্রী লি-র সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী বৈঠকের কথা স্মরণ করেন। তিনি ভারত-সিঙ্গাপুর সম্পর্ক ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভারত-সিঙ্গাপুর মন্ত্রী পর্যায়ের গোল টেবিল বৈঠকের সময় চিহ্নিত বিষয়গুলিতে সহযোগ আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে বলে দুই নেতা সহমত পোষণ করেন। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার বিষয়ে এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে দুই নেতা মত বিনিময় করেন।

২ পাতার পর

মহিলাদের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো মহাসমারোহে

ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর অফিসে খাদ্য ছায়া রিমডেলিং নিয়ে বলেন যে এই প্রকল্প স্বনির্ভর দ্বারা পরিচালিত ক্যান্টিন। বিভিন্ন জায়গায় এই ক্যান্টিন পরিচালিত হয়।এবং এই ক্যান্টিন প্রত্যেক জেলায় রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার চারটি খাদ্য ছায়া রয়েছে। আজ কালেক্টর অফিসে এটাকে সুন্দর ভাবে সংস্কার করা হয়েছে এবং খাদ্য ছায়ার স্টলকে সাজানো হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েরা ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরেটে যত মানুষ আসে পরিষেবা নিতে, তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেন এবং খুব স্বল্পমূল্যে খাবারটি পাওয়া যায়। তাই এটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নবরূপে মেয়েদের হাতে তুলে দিলাম বলে তিনি জানান বৃহস্পতিবার। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সহ অনেকেই বলছেন যে "মুর্শিদাবাদ জেলায় এই প্রথম এত বড়ো রক্তদান শিবির আগে কখনো দেখা যায়নি এবং জেলা প্রশাসনের প্রশংসা সীমাহীন বলেও মন্তব্য করেন তারা "। আরও বলেন যে আমাদের জেলাশাসক শ্রী রাজর্ষি মিত্র এবং ডক্টর সুকান্ত সাহার উদ্যোগে এত সুন্দর রক্তদান শিবির যা কল্পনার বাইরে।

হরিয়ানা ও জম্মু-কাশ্মীর

নির্বাচনে এক্সিট পোল প্রকাশ করা যাবে না -- নির্দেশিকা নির্বাচন কমিশনের

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে আসন্ন হরিয়ানা ও জম্মু-কাশ্মীর নির্বাচনে এক্সিট পোল প্রকাশ করা যাবে না।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর সকাল সাতটা থেকে ৫ই অক্টোবর সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত এই সময়সীমা কার্যকর থাকবে। ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৬এ উপধারা ১এ এর কথা উল্লেখ করা আছে। হরিয়ানা এবং জম্মু কাশ্মীরের একাধিক জায়গায় ভোট গ্রহণ হবে ১৮ ই সেপ্টেম্বর তাই সেই সব এলাকায় প্রচার এখন তুঙ্গে। আর এই দুই জায়গায় ভোট গণনা করা হবে ৫ই অক্টোবর।

সাধারণত ভোট গ্রহণের দিন ভোট পর্ব মিটে যাবার পর থেকেই এক্সিট পোল প্রকাশ করা হয়। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরের ভোট একাধিক দফায় হবে। তাই ৫ই অক্টোবরেরআগে এক্সিট পোলের ফল প্রকাশ করা যাবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জম্মু-কাশ্মীরকে বিভাজনের পরে তাকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিবর্তনের পরে সেখানে এ বারই প্রথম নির্বাচন হতে চলেছে। অন্যদিকে হরিয়ানায় ভোট নেওয়া হবে পহেলা অক্টোবর। ৪ঠা অক্টোবর আগে ভোট গণনার কথা বলা হলেও ঐদিন উৎসবের কারণে ৫ই অক্টোবর ভোট গণনা হবে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে।

২ পাতার পর

সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দিরে শিক্ষক দিবস উদযাপন

ছাত্রীদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা-স্মারক হিসাবে পুষ্পস্তবক ও কলম অর্পণ করা হয়। এরপর শিক্ষিকাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রীরা নিজেদের রচিত "গুরু তোমারে প্রণাম" নামে একটি গীতি আলেখ্য পরিবেশন করে। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করে কৃত্তিকা মণ্ডল, শ্রেয়া বর্মণ, ঋষিতা সামন্ত, ঈশানী মণ্ডল, সমতা বাগ , শ্রেয়সী মণ্ডল প্রমুখ এবং ভাষ্য পাঠ করে সোলাঙ্কি মণ্ডল, আনন্দী ঘোষ, সুকন্যা চক্রবর্তী, পর্ণভি সরকার ও আরো অনেকে। দশম শ্রেণীর ছাত্রী সোলাঙ্কি মণ্ডলের রচিত একটি কবিতা সমবেত ভাবে পাঠ করা হয়। কবিতাটির মাধ্যমে সকল শিক্ষিকার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পায়। প্রধান শিক্ষিকা সর্বানী চ্যাটার্জী ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আশীর্বচন প্রদান করেন।

২ পাতার পর

মোবিলিটি এআই-এর মাধ্যমে গাড়ির নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় নজর পায়োনিয়ারের, ভারতীয় সড়কের জন্য নিয়ে এল নতুন স্মার্ট ড্যাশক্যাম পোর্টফোলিও

কানেক্টিভিটি বিভাগের সিইও মিস্টার শিবা সুব্রামনিয়ান নতুন পোর্টফোলিও লঞ্চের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, "বিশেষভাবে ভারতীয় বাজারের জন্য পণ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে গত বছর ভারতে আমরা যে অ্যাডভান্সড আরঅ্যান্ডডি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, সেখান থেকে আসা অনেক উদ্ভাবনের মধ্যে এটা প্রথম। ভারতীয়রা শুধুমাত্র দ্রুত হারে গাড়ি কিনছেন না, বরং তারা তাদের গাড়ি থেকে আরও অনেক কিছু আশা করছেন। ভারতীয় সড়ক পরিকাঠামো এবং গাড়ির বাজারের দ্রুত বৃদ্ধির সাথে সাথে, গাড়ির নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা কেবল বাড়বে। আমরা আমাদের ভারতব্যাপী ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্ক, ৩০০০+ রিটেইল আউটলেট এবং গাড়ির ডিলারশিপের মাধ্যমে এই ড্যাশ ক্যামেরাগুলি ভারতীয় গ্রাহকদের কাছে নিয়ে যাব।"

ভারতীয় গ্রাহকদের প্রতি ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করে পায়োনিয়ার ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাননীয় অনিকেত কুলকার্নি বলেন, "আমরা নতুন মোবিলিটি এক্সপেরিয়েন্স তৈরির বিষয়ে নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করছি যা মান ও কর্মক্ষমতা বিষয়ে গ্রাহকদের প্রত্যাশা অতিক্রম করবে। উন্নত মোবিলিটি এবং ইনফোটেইনমেন্ট সমাধানের জন্য পায়োনিয়ারের আরঅ্যান্ডডি দল ভারতীয় এবং পুরো বিশ্বের অটোমোটিভ ওইএম গুলির সাথে কাজ করছে। ভারতের পাশাপাশি বিশ্ব বাজারের উদ্ভাবন এবং পণ্যগুলির উপর মনোনিবেশ করার জন্য আগস্ট '২৩ এর শুরুতে সংস্থাটি গুরুগ্রাম এবং বেঙ্গালুরুতে একটি উন্নত আরঅ্যান্ডডি সেন্টার চালু করেছে। ২০২৪ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের ড্যাশবোর্ড ক্যামেরার বাজার ১৫-১৬% হারে বৃদ্ধি পাওয়ার আশা করা হচ্ছে। এই বৃদ্ধির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করার লক্ষ্য নিয়ে আমাদের নতুন স্মার্ট ড্যাশ ক্যামেরা পোর্টফোলিও তৈরি করা হয়েছে।"

পায়োনিয়ার ইন্ডিয়ার প্রোডাক্ট এবং আরঅ্যান্ডডি বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাননীয় মনীশ ভাসিন পোর্টফোলিওর পিছনে থাকা প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলেন, "পায়োনিয়ার ইন্ডিয়া অ্যাডভান্সড আরঅ্যান্ডডি-তে আমাদের লক্ষ্য হল প্রযুক্তির সীমা ক্রমাগত ছাড়িয়ে যাওয়া, এমন পণ্য ডিজাইন করা যা গাড়িকে আরও নিরাপদ এবং সুরক্ষিত করতে সহায়তা করে। আমাদের পণ্যগুলি 'অপ্রত্যাশিত ঘটনা' নিরীক্ষণ, সনাক্তকরণ এবং রেকর্ড করার পাশাপাশি সম্ভাব্য হুমকি প্রতিরোধ করার জন্য ভিশন এআই, ইমেজ কোয়ালিটি এনহান্সমেন্ট এবং সেন্সর অনালিটিক্স ব্যবহার করে। আমি গত বছর পায়োনিয়ারে যোগ দিয়েছিলাম নতুন অ্যাডভান্সড আরঅ্যান্ডডি সংস্থা পরিচালনা করার জন্য, আমার লক্ষ্য ছিল এমন একটি দল তৈরি করা যা বিশেষভাবে ভারতীয় বাজারের উপর নজর দেওয়ার সাথে দ্রুত উদ্ভাবনী পণ্য তৈরি করতে পারে। এই ড্যাশ ক্যামেরাগুলিকে আগামী বহু লঞ্চগুলির মধ্যে প্রথম হিসেবে ঘোষণা করতে পেরে আমি উত্তেজিত, আমাদের উদ্ভাবনের পাইপলাইনে আরও অনেক কিছু রয়েছে।"

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৪৪ সংখ্যা ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার ২০ ভাদ্র, ১৪৩১

উৎসব বা পূজা পার্বণের সময়ক্ষণ নির্ধারিত হয় ঋতুর সঙ্গে সমন্বয় রেখে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঞ্চম পর্ব)

নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, "তিন হাজার পুজোমণ্ডপ আছে। ৩০ হাজার পুলিস আছে। খুব বেশি হলেও তা ৩২ হাজার হতে পারে। ফলে ট্রাফিক কন্ট্রোল, রোজকার বিভিন্ন তদন্তের কাজ করে তিন হাজার পুজোমণ্ডপে ভিড় সামলানো সম্ভব নয়। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা-সহ একাধিক পরিষেবা নেই।" হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, এ বার পুজোর ভার্চুয়াল কভারেজ হোক। সাধারণ মানুষ অনলাইনে দেখবেন। প্যান্ডেলের জায়গাটি ব্যারিকেড করতে হবে। সেখানে 'নো এন্ট্রি' লিখে দিতে হবে।মণ্ডপে কারা ঢুকতে পারবেন, আগে থেকে তার তালিকা তৈরি হবে। সেই তালিকা অনুযায়ীই মণ্ডপে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে, এ দিন এমনই জানিয়েছে হাইকোর্ট। মানুষের জীবনের মূল্য দিতে হয়তো আদালত এই রায় দিয়েছে, কিন্তু অনেকেই মনে করছে এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রমাণিত আছে। যত লোকের তত্ত্বকথা, হাইকোর্টের রায় খুব পরিষ্কার করে বলেছেন পূজা হবে কিন্তু নিয়ম মেনে।এটি সাধারণ মানুষের অনেকটাই মঙ্গল হবে তেমনি ইঙ্গিত মিলেছে চিকিৎসা দের কাছে থেকে। যা কিছু হয়ে যাক না কেন গ্রাম্যমানুষ ঈশ্বর ভক্ত আর পুজোয় হয়তো মেতে উঠতে পারে বিগত পূজার মতন করে।গ্রামের মানুষটা যেমনি ভাবে আইনটি মান্যতা দেয় না, এটা বহুদিন ধরে আমি নিজে উপলব্ধি করে আসছি। এসব কথা লিখে সময় নষ্ট করার ইচ্ছা নেই, তবে বেশ কিছু মানুষের মুখে কথা শুনতে পাওয়াতে তাই লিখতে বাধ্য হলাম। ফিরে আসি দুর্গাদেবীর মূল কাহিনীতে।শাস্ত্রমতে একই মাসে দু'টো অমাবস্যা থাকলে তাকে মল মাস বলে। মল মাসে কোনও পুজো হয় না। শুধু পুজোই নয় কোনও শুভ অনুষ্ঠানও মল মাসে করা যায় না। পিতৃপক্ষ শেষ হওয়ার পরই দুর্গাপুজো শুরু হত, কিন্তু এ বছর তা হচ্ছে না কারণ পিতৃপক্ষ শেষ হওয়ার পরই আশ্বিন মাসের অধিকমাস বা মলমাস শুরু হচ্ছে।তাই এ বছর মা দুর্গা আসছেন কার্তিক মাসে। পুরোহিতরা বলছেন, দু'টি অমাবস্যা থাকায় ১৪২৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

এই শিক্ষারত্নের ভার

আমি বইতে চাইছি না', পুরস্কার ফেরালেন রামশঙ্করপুরের শিক্ষক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিলোত্তমার বিচার চেয়ে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় চলছে। সেই প্রতিবাদে শামিল হয়ে এবার শিক্ষারত্ন ফেরালেন দীপক মজুমদার। শিক্ষক দিবসে শিক্ষারত্ন ফেরালেন বিকাশ ভবনে। ২০১৩ সালে শিক্ষারত্ন পান দীপক মজুমদার। আরজি করকাণ্ডের প্রতিবাদে শিক্ষারত্ন ফেরত পাঠালেন দীপকবাবু। লজ্জা, ঘৃণ্য ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে এই পদক্ষেপ বলে জানান তিনি।৩৪ বছরের বাম জমানার অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁরা, দাবি দীপকবাবুর। তিনি বলেন, "অনেক সংগ্রাম করেছি বলে এই সরকার আসতে পেরেছে। এই সরকার আসায় আমরা খুশি হয়েছিলাম। আমাদের অনেক প্রত্যাশা ছিল এই সরকারের কাছে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, মুখ্যমন্ত্রী কোনও প্রত্যাশাই পূরণ করতে পারেননি। আগামিদিনে পারবেন বলেও মনে হয় না। মানুষ গর্জে উঠেছে। প্রতিবাদের গর্জন সর্বত্র পৌঁছেছে।" দীপক মজুমদার বলেন, "আমি আমার এই শিক্ষারত্নের ভার আর বইতে চাইছি না। আরজি করের তিলোত্তমাকে যে পাশবিক অত্যাচার ও মৃত্যু, তার বিরুদ্ধেই এই প্রতিবাদ আমার।"এই সরকারের কোনও দফতর কাজ করতে পারছে না বলেও জানান তিনি। উত্তর ২৪ পরগনার রামশঙ্করপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে ২০১৩ সালে শিক্ষারত্ন সম্মান পান দীপক মজুমদার। ১৯৭১ সাল থেকে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত দীপক মজুমদার। ছাত্র পরিষদ করতেন তিনি। এসটিইএ ও পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতিতেও ছিলেন। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের আহ্বায়কও ছিলেন, মাধয়মিক বোর্ডের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আহবায়কও।

সম্পাদকীয়

আদালতের অনুমতি ছাড়াই জেলবন্দি কেজরীকে কেন গ্রেফতার? সিঙ্ঘভির যুক্তি মানল সুপ্রিম কোর্ট

দুর্নীতি মামলায় ধৃত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়ালের জামিনের আবেদনের শুনানি শুরু হল সুপ্রিম কোর্টে। শীর্ষ আদালতে জামিনের আর্জির সওয়াল করতে গিয়ে তাঁর আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি বৃহস্পতিবার বলেন, "কেজরীওয়াল গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে রয়েছেন। জামিনে মুক্তি পেলেও বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই।" আবগারি দুর্নীতির এফআইআর-এ যে কেজরীর নাম নেই, সে কথাও সুপ্রিম কোর্টকে জানান তিনি।আবগারি মামলায় কেজরীকে গত ২১ মার্চ গ্রেফতার করেছিল ইডি। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেননি। ফলে তিনিই হয়েছেন দেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, যিনি পদে থাকাকালীন গ্রেফতার হয়েছেন। ইডির মামলায় কেজরীকে গত ১২ জুলাই অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। মেয়াদ শেষের পরে তিনি জেলে ফেরেন। এর পরে ইডি মামলায় রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে জামিন পেলেও দিল্লি হাই কোর্ট তা খারিজ করে। আবগারি মামলায় ২৬ জুন তিহাড় জেলবন্দি কেজরীকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। সেই মামলায় এখনও তিনি জেলে রয়েছেন।

কোনও ভিত্তি ছাড়াই জেলবন্দি কেজরীকে সিবিআই গ্রেফতার করেছে বলে শীর্ষ আদালতে অভিযোগ করেন সিঙ্ঘভি। গত ২৬ জুন ইডি মামলায় আদালতে হাজির করানো হয়েছিল জেলবন্দি কেজরীকে। তার পর তাঁকে হেফাজতে নেয় সিবিআই। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সিঙ্ঘভি। বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ কার্যত তা মেনে নিয়েই সিবিআই আইনজীবীকে বলেছে, "যখন জেল হেফাজতে থাকা কোনও ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হচ্ছে, তখন ফৌজদারি কার্যবিধি মেনে আদালতের অনুমতির প্রয়োজন।"

সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

নতুনদিল্লি ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪: নিউজ সারাদিন : আজ সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি থার্মন সন্মুগারত্নমের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সাক্ষাৎ করেন।

ভারত-সিঙ্গাপুর সম্পর্কের উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি থার্মনের সমর্থনে প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। উভয় নেতা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। ভারত ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার ওপর বজায় রয়েছে বলেও তাঁরা সহমত পোষণ করেন। কৌশলগত অংশীদারিত্ব দুই দেশের সহযোগিতা আরও মজবুত করবে বলে তাঁরা সম্মত হন। উন্নত প্রযুক্তি ও ম্যানুফ্যাকচারিং-এর মতো নতুন নতুন দিকে দুই দেশের সহযোগিতা বৃদ্ধি নিয়েও আলোচনা করেন সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী আগামী বছর রাষ্ট্রপতি থারমনের ভারত সফরের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন বলে জানান।

আরজি কর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে বাংলা-সহ সারা দেশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর জি কর-মামলায় পিছিয়ে গেল 'সুপ্রিম' শুনানি । এদিকে আরজি কর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে বাংলা-সহ সারা দেশ। 'সুপ্রিম' শুনানি পিছোতেই এবিপি আনন্দ-কে প্রতিক্রিয়া দিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক শুভময় মৈত্র এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক কুণাল সরকার। রাজনৈতিক বিশ্লেষক শুভময় মৈত্র বলেন, 'একটা অসহয়তার প্রশ্ন এখানে আসবে। আমাদের ছোটোবেলায় অঙ্ক পরীক্ষা দেওয়ার আগে যখন প্রস্তুতি থাকতো না, পেটে ব্যাথার অভিনয়টা আমরা ভালই করতাম। সুতরাং আশা করব গণতান্ত্রিক যে স্তম্ভ আমাদের দেশের, সেখানে পেট ব্যাথার অভিনয় নিশ্চয় কোথাও করা হচ্ছে না। নিশ্চয় সত্যিকারের কিছু অসুবিধা হয়েছে। আর তা যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের গলার স্বর সম্ভবত এখনও দিল্লি অবধি পৌঁছয়নি।'এদিন চিকিৎসক কুণাল সরকার বলেন, 'বিচারের যে একটা প্রত্যাশা এবং বিচারের জন্য যে আমাদের রাজ্যের মধ্যে একটা অপেক্ষা চলছে, আমি জানি না, দিল্লিতে বা সুপ্রিম কোর্টে আমাদের সেই মনোভাবটা আমাদের সেই প্রয়োজনটা, জানাতে পেরেছি ? বুঝতে পারছি না। কোথাও যেনও মনে হয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্ট এটাকে একটু ৫টা সাধারণ কন্সটিটিউশনাল ম্যাটার বা একটা জেনারালিটি দিয়ে দেখছেন ! তাঁদের থেকে আরও দৃঢ় হাতে আরও কড়া মনোভাব আশা করা হয়েছিল।আমরা অনেকটা সময় নষ্ট হতে দেখলাম।'অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন ,'মানুষের মধ্যে হতাশা তৈরি হবে, সেটা শুধু রাজ্যের মানুষের জন্য তা নয়। সারা ভারতবর্ষ, সারা পৃথিবীর মানুষ, যারা আরজিকরের জন্য ন্যায় বিচার চেয়েছেন, তাঁরা কিন্তু হতাশাগ্রস্থ হবেন। ইতিমধ্যেই একটা দীর্ঘ সময় পরে দ্বিতীয় শুনানি করা হচ্ছে। দুটো সপ্তাহের পরে তাঁরা শুনানি করছে। তাই ইতিমধ্যেই একটা বড় ব্যবধান তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয় যে বিষয়টা, দেখো আমরা আদালতের প্রতি অবশ্যই দায়বদ্ধ। এবং আমরা সম্মানের সঙ্গে আদালতকে দেখব। কিন্তু একই সময় দাঁড়িয়ে আর ৫ টা মামলার মতো তো আরজি করের মামলা নয়। সারা পৃথিবী যখন ন্যায় বিচারের জন্য অপেক্ষা করছে, তখন এটা কিন্তু আদালতকেও বুঝতে হবে, কেবলমাত্র এটা আর ৫ টা মামলার মতো মামলা নয়। সারা ভারতবর্ষের মানুষ যখন ন্যায়বিচারের জন্য অপেক্ষা করছে, তখন সুপ্রিম কোর্ট হয় এগিয়ে দিত পারত, কিন্তু কী কারণে পিছোল , সেটা বোধগম্য হল না। দ্বিতীয়ত এই মামলাটা হাইকোর্টে ছিল। সুপ্রিম কোর্ট নিজের উদ্যোগে নিজের হাতে নেয়।আমরা মনে করেছিলাম, হাইকোর্ট থেকে মামলা যখন নিজের হাতে নিচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট, তাহলে দ্রুততার সঙ্গে ন্যায় বিচার সম্পূর্ণ হবে। আমরা যেটা ভয় পাই, সেটা হল তারিখের পর তারিখ..' ! তাৎপর্যমূলক প্রতিক্রিয়া অধ্যাপকের।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শিবের পত্নী চণ্ডী মনসাকে শিবের উপপত্নী মনে করেন। তিনি মনসাকে অপমান করেন এবং ক্রোধবশত তাঁর একটি চোখ দগ্ধ করেন। পরে শিব একদা বিষের জ্বালায় কাতর হলে মনসা তাঁকে রক্ষা করেন। একবার চণ্ডী তাঁকে পদাঘাত করলে তিনি তাঁর বিষদৃষ্টি হেনে চণ্ডীকে অজ্ঞান করে দেন। শেষে মনসা ও চণ্ডীর কলহে হতাশ হয়ে শিব মনসাকে পরিত্যাগ করেন।এবং মনসাকে বনবাসে দেয়া হয়।

ক্রমশঃ

বিজেপির টিকিট না পেয়ে ফুঁসে উঠলেন যোগেশ্বর দত্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ববিতা ফোগাটের পর বিজেপির উপর ক্ষুব্ধ আরও এক কুস্তিগির। তিনি অলিম্পিক পদকজয়ী যোগেশ্বর দত্ত। সোশাল মিডিয়ায় ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টে তিনি বিঁধলেন বিজেপির শীর্ষ নেতাদের। বজরং বলছেন, 'চরিত্র পবিত্র হলে পাপীদের কাছে পরীক্ষা দিতে হয় না।' এক সংবাদমাধ্যমে যোগেশ্বর জানিয়েছেন, "আমি ভোটে লড়াই করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছি। আমি একজন ক্রীড়াবিদ, অলিম্পিকে পদকজয়ী। আমি বিজেপির টিকিটে আগেও লড়েছি। আমি সেজন্যই সুযোগ চেয়েছিলাম।"

হরিয়ানা বিধানসভার ৯০ আসনের জন্য ভোট আগামী ৫ অক্টোবর।সেই নির্বাচনের জন্য প্রথম দফায় ৬৭ টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। তাতে নাম নেই কুস্তিগির ববিতা ফোগাটের। দাদরি কেন্দ্র থেকে এবারে প্রার্থী করা হয়েছে সুনীল সাঙ্গওয়ানকে। ২০১৯ সালে এই দাদরি আসন থেকেই বিজেপি ববিতাকে প্রার্থী করেছিল। যদিও তিনি হেরে গিয়েছিলেন। ববিতার পাশাপাশি টিকিট দেওয়া হয়নি যোগেশ্বর দত্তকেও।যোগেশ্বর এর আগে দুবার বিজেপির টিকিটে লড়েছেন। হরিয়ানার গোহনা আসন থেকে ২০১৯ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি। দুর্ভাগ্যবশত হেরে যান কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ হুডার কাছে ৫ হাজার ভোটে হারেন তিনি। ২০২০ সালে হুডার মৃত্যুর পর ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়। সেবারও লড়েন যোগেশ্বর। আবার হারেন তিনি। সম্ভবত সেকারণেই এবার তাঁকে টিকিট দেয়নি বিজেপি। তাতে ক্ষুব্ধ যোগেশ্বর ইঙ্গিতপূর্ণ কবিতা পোস্ট করলেন সোশাল মিডিয়ায়। অলিম্পিকে পদকজয়ী কুস্তিগিরের বক্তব্য, "চরিত্র পবিত্র হলে এই দশা হবে কেন? এই পাপীদের কোনও অধিকার নেই তোমার পরীক্ষা নেওয়ার।"

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

'ইমার্জেন্সি'র মুক্তি নিয়ে যে হুঁশিয়ারি দিলেন কঙ্গনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কঙ্গনা রানাউতের আসন্ন সিনেমা 'ইমার্জেন্সি' নিয়ে জট কিছুতেই কাটছে না। অভিনেত্রী জানিয়েছেন, সেন্সর বোর্ড এই ছবির শংসাপত্র দিচ্ছে না তাকে। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও এর মধ্যে শংসাপত্র পাওয়া না গেলে আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে জানান অভিনেত্রী।

কঙ্গনার হুঁশিয়ারি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শংসাপত্র না পাওয়া গেলে তিনি লড়াই করবেন। সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের কাছে কঙ্গনা বলেন, আশা করছি আমার ছবিকে সেন্সর বোর্ড ছাড়পত্র দিয়ে দেবে। যে দিন আমাদের শংসাপত্র পাওয়ার কথা, সেই দিনই বহু লোকে নানা রকমের নাটক করলেন।

অভিনেত্রী-সাংসদ বলেন, সেন্সর বোর্ডেরও নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। আমি আশা করছি, এই ছবিটা মুক্তি পাবে। আমি এই ছবির মুক্তি নিয়ে খুবই আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। কিন্তু আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাকে ওরা কিছুতেই ছাড়পত্র দিচ্ছে না।

নিজের ছবির মুক্তির জন্য লড়াই করবেন ও শেষ দেখে ছাড়বেন বলে জানালেন অভিনেত্রী। তার কথায়, এবার সত্যিই দেরি হচ্ছে। ছবির শংসাপত্র যেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আসে। না হলে, আমি এটার জন্য লড়াই করবই। ছবিমুক্তির জন্য আমি আদালত পর্যন্ত যেতে পারি। আমি আমার অধিকার রক্ষা করবই। ভয় দেখিয়ে ইতিহাস কেউ বদলাতে পারবে না।

কঙ্গনার সিনেমাটি আটকানোর দাবিতে সেন্সর বোর্ডের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল শিরোমণি অকালি দল। অকালি দল মনে করছে, 'ইমার্জেন্সি' মুক্তি পেলে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে। সংগঠনের দিল্লি শাখার সভাপতি পরমজিৎ সিংহ স্বর্ণের কথায়, ছবির ঝলকে বিকৃত ঐতিহাসিক তথ্য দেখানো হয়েছে। যা শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষে শুধু অবমাননাকরই নয়, একইসঙ্গে ঘৃণাও ছড়াচ্ছে। এই ধরনের ভুল তথ্য পাঞ্জাবের সামাজিক জীবন সম্পর্কে দর্শকের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব ছড়িয়ে দেবে।

অভিনেত্রীরা রাজনীতি বোঝেন না : তাপসী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পান্নু। দেখতে দেখতে বলিউডে প্রায় ১০ বছর কাটিয়ে ফেললেন তিনি। কারও সহযোগিতা ছাড়াই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন হিন্দি সিনেমার জগতে। তবে তিনি যতটা না অভিনয় দিয়ে নজর কেড়েছেন তার চেয়েও বেশি সমালোচিত হয়েছেন নানা বিষয়ে মন্তব্য করে। যদিও এমনিতেই ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব বেশি প্রচার পছন্দ নয় এই অভিনেত্রীর।

বলিউডের তারকারা রাজনীতি নিয়ে সচরাচর মন্তব্য করতে চান না। তাদেরও নিজস্ব মতামত রয়েছে। কিন্তু রাজনীতির বিষয়ে তারা চুপ থাকতেই পছন্দ করেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই বিষয়ে কথা বললেন তাপসী পান্নু। তার কথায়, "আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব রাজনীতিবোধ রয়েছে। তবে সব সময় কোনও নির্দিষ্ট ধরনের রাজনীতির সঙ্গেই আমাদের মতের মিল থাকতে হবে, এমন নয়।"

রাজনৈতিক বিষয়ে কথা বললেও সমালোচনায় পড়তে হয়, আবার চুপ থাকলেও কটাক্ষের মুখোমুখি হতে হয়। অভিনেতাদের মধ্যে সেই ভয় কাজ করে বলে দাবি তাপসীর। তার কথায়, "অভিনেতারা চুপ থাকতে চান, কারণ তারা ভাবেন, কিছু বললেই সমস্যায় পড়তে পারেন।"

তাপসী মনে করেন, বিনোদন দুনিয়ার মানুষদের নিয়ে এক ধরনের চিরাচরিত ধারণা কাজ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বিশেষ করে, অভিনেত্রীরা রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ে কথা বলতে পারবেন না বলে মনে করেন অনেকে।

অভিনেত্রী বলেন, "অভিনেতাদের নাকি বুদ্ধি কম থাকে। বিশেষ করে অভিনেত্রীরা কিছুই জানেন না। মানুষ এমনই মনে করেন। তাই কেউ মতামত দিলে তারা ভাবেন, 'এত বড় সাহস! আপনাদের আবার মতামত কিসের!" এই সব কারণেই রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন থাকলেও অভিনেতারা তা নিয়ে কথা বলেন না। তাপসী তার বক্তব্যের শেষে বলেন, "এর দুটো দিকই আছে বলে আমার মনে হয়। মতামত থাকলেও সমস্যা। মতামত না থাকলেও সমস্যা।"

সম্প্রতি তাপসীকে দেখা গিয়েছে 'ফির আয়ি হাসিন দিলরুবা' ও 'খেল খেল মে' সিনেমায়। প্রত্যাশা চড়ালেও সে ভাবে দর্শকমহলে সাড়া ফেলতে পারেনি সিনেমা দুইটি। এছাড়া গত বছর বেশ কয়েকটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে তাপসীর। যার মধ্যে অন্যতম ছিল বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের সঙ্গে 'ডাঙ্কি'।

'অভিযোগ জানালে আমাদেরই দোষ ধরা হয়'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তী। গত সোমবার পাপুয়া নিউগিনিতে বসে একটি পোস্ট করেছেন। শুরুতেই 'হেমা কমিশন'-এর উল্লেখ করেছেন ঋতাভরী। তাতে জমা পড়া মালয়ালম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একাধিক যৌন নিগ্রহের ঘটনার কথা নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে ঋতাভরীকে। কমিশন যেভাবে বিষয়গুলোর মোকাবিলা করছে, তা দেখে অভিনেত্রীর মনে প্রশ্ন জেগেছে- কেন বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতেও এমন ব্যবস্থা নেই?

তিনিও যে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যৌন হেনস্তার শিকার, তাও স্পষ্ট করেছেন পোস্টেই। ঋতাভরী লিখেছেন, 'শান্তি ছাড়াই ইন্ডাস্ট্রিতে দিনের পর দিন কাজ করছেন কিছু নায়ক, পরিচালক ও প্রযোজক।

তাদের কেউ কেউ আবার আরজি কর-কাণ্ডে ন্যায়বিচার চেয়ে মোমবাতি মিছিলে হেঁটেছেন, মেয়েদের রাত দখলে হাজির থেকেছেন।' মানুষগুলোর মুখোশ খোলার নির্ভীক পরিচয় দিয়েছেন অভিনেত্রী। কথা বলেছেন ভারতীয় গণমাধ্যমের সঙ্গে

হেমা কমিশন নিয়ে আপনার সাম্প্রতিক পোস্টে কিছু মানুষের মুখোশ খোলার ডাক দিয়েছেন...

ঋতাভরী : সত্যি, এই কথাগুলো বলার জন্য হেমা কমিশন সত্যিই অনেক সাহস জুগিয়েছে আমায়। এই মুহূর্তে পাপুয়া নিউগিনিতে মালয়ালম ছবি 'পাপা বুকা'র শুটিং করছি। গোটা ইউনিটটাই মালয়ালম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে এসেছে। ফলে অনেক কাছ থেকে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে বুঝতে পারছি এটা নিয়ে কথা বলা কতটা জরুরি। বারবারই মনে হচ্ছে, বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতেও যদি এই ধরনের কমিটি গঠিত হয়, এতদিন ধরে চলে আসা যৌন হেনস্তার কথা জানানোর একটা প্ল্যাটফর্ম পাব।

নিজের কথাও উল্লেখ করেছেন, কার মুখোশ খুলতে চাইবেন?

ঋতাভরী : লিস্টটা বিরাট লম্বা। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় বেশকিছু নায়ক, প্রযোজক, পরিচালকরা রয়েছেন। ভাবছেন, নামগুলো কেন বলছি না। আসলে চাই না বিষয়টা ব্লেমগেম হয়ে থেকে যাক। আমার কাছে নাম, প্রমাণ, সবই আছে। মহিলা কমিশন বা কোনো সংগঠনের কাছে যেতে চাই। তার আগেই সরকার যদি পদক্ষেপ করে, খুব ভালো হয়। অভিযোগকারিণীরা অনেকেই হয়তো নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চাইবেন। তাতে আপত্তি নেই। আমি কেবল চাই, অভিযোগগুলো যেন হয়। হলফ করে বলতে পারি, তাবড়-তাবড় অনেকের নাম উঠে আসবে।

টালিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মহিলারা কেন ভয় পান?

ঋতাভরী : কাজ হারিয়ে ফেলা এবং কাউকে চটিয়ে ফেলাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পান এই ইন্ডাস্ট্রির মহিলারা। আমি এমন এক অভিনেত্রীর কথা জানি, যার হাত একজন প্রযোজক ধরেছিলেন। তিনি গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিলেন বলে তাকে সেই সংশ্লিষ্ট প্রযোজনা সংস্থা থেকে ব্যান করা হয়। আর একটা ভয় হলো, অভিযোগ জানালে আমাদেরই দোষ ধরা হয়।

ঠিক কী কী হেনস্তার সম্মুখীন হতে হয়েছে আপনাকে?

ঋতাভরী : একজন খুব নামকরা হিরো এক প্রযোজকের হয়ে 'কাজ' করছিলেন। নায়ক বলেছিলেন আমার একটি বিকিনি পরা ছবি দেখে কোনো এক প্রযোজক দেখা করতে চান। শুনেই নাকচ করে দিই। হিরো বলেছিলেন, 'বাবা তুই এত বড় সুযোগ ফিরিয়ে দিচ্ছিস? তোর কিছুই হবে না, কবিতা লেখ।' আর একবার, এক প্রযোজকের সঙ্গে মিটিংয়ে গিয়েছিলাম। গোটা মিটিংয়েই তিনি আমাকে ইঙ্গিত দেন। হঠাৎ অনুমতি ছাড়া হাতটা খপাত করে ধরে ফেলেন। আমি চেঁচিয়ে উঠি। সারাটা রাস্তা গাড়ির মধ্যে প্রাণের ভয় নিয়ে বসে ছিলাম। সেদিন আমি বুকের ভেতর ভয় নিয়ে বাড়ি পৌঁছাই। প্রার্থনা করি, এমন অভিজ্ঞতা যেন কারো না হয়।

ইন্ডাস্ট্রিতে আসা নতুন কাউকে কী পরামর্শ দেবেন?

ঋতাভরী : ইন্ডাস্ট্রিতে এসে 'কম্প্রোমাইজ' করতেই হবে, এমন কথা যদি কেউ বলেন, বিশ্বাস করবেন না। আমার ক্যারিয়ারই এর জ্বলন্ত উদাহরণ। হয়তো বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে। নন্দিতা রায়, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হাউস, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের হাউস, জিতদা-রাজদার প্রযোজনা সংস্থা আছে। এদের সঙ্গে কাজ করা একেবারে নিরাপদ। ফ্লোরে কিছু ঘটলে উল্টে সরাসরি তাদেরই বলা যায়।

'সুগার কোটেড ব্রথেল', আপনার পোস্টে এমন একটি উক্তি আছে। এই 'স্টিগমা' থেকে বেরোনোর জন্য কী কী করণীয় ইন্ডাস্ট্রির?

ঋতাভরী : শুটিং ফ্লোরে ইন্টিমেসি কো-অর্ডিনেটর থাকে না। এটাকে কাজের জায়গা তৈরি করতে হবে, যেখানে কাজ করে ভালো লাগে।

শুটিং সেটে মহিলাদের জন্য কী কী সুবিধা বা ফ্যাসিলিটি থাকা আবশ্যক?

ঋতাভরী : মহিলাদের আলাদা শৌচালয় দরকার। ইন্টিমেসি ডিরেক্টর থাকাটা বাঞ্ছনীয়। পরিচালক কেন নায়িকার গায়ে হাত দিয়ে সিন বোঝাবেন? কোনো বাচ্চা মেয়ে থাকলে তার সঙ্গে অভিভাবকদের থাকার ব্যবস্থা রাখতেই হবে। আরও অনেক কিছু নিশ্চয়ই আছে, যেগুলো উঠে আসবে আলোচনায়।

নারী-পুরুষ পারিশ্রমিকের ফারাকের ছবিটা ঠিক কেমন?

ঋতাভরী : আমাদের বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পারিশ্রমিকের অঙ্কটাই খুব কম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষেই। অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে বলতে পারি, কোনো স্যাটেলাইট প্রাইজ ভেলু নেই। কোয়েল মল্লিকের মতো জনপ্রিয় অভিনেত্রীরও নেই। অথচ বেশিরভাগ নায়কের আছে।

সিগারেট ছাড়া রানী থাকতেই পারতেন না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের বহু স্টার রয়েছেন যারা সিগারেটে আসক্ত। আর তা নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে পিছপা হন না কেউই। শাহরুখ খান থেকে শুরু করে অজয় দেবগণ, সবাই ছিলেন চেইন স্মোকার। সেই তালিকায় পড়েন রানী মুখোপাধ্যায়। তিনিও প্রথম থেকেই সিগারেটের নেশায় ছিলেন ডুবে। বারবার মায়ের মানা সত্ত্বেও তিনি ছাড়তে পারতেন না। এমনকি তিনি বারবার ছাড়ার চেষ্টা করেও পারেননি।

কারণ হিসেবে জানান, বিভিন্ন অস্বস্তিতে ভুগতেন তিনি। মায়ের কাছ থেকে বাঁচতে রানী মুখোপাধ্যায় বাথরুমে গিয়ে ধূমপান করতেন। শুধু তাই নয়, রীতিমতো ডিয়োড্রেন্ট ব্যবহার করতেন চড়া গন্ধের। মুঠো মুঠো মিন্ট রাখতেন নিজের স্টকে। যাতে কেউ বুঝতে না পারে। পরবর্তী সময় তিনি ধীরে ধীরে ছাড়তে শুরু করেছিলেন। যখন তিনি সন্তানসম্ভবা হয়েছিলেন, তখন তিনি চেষ্টা করেছিলেন যতটা সম্ভব কম ধূমপান করার।

একাধিকবার সাক্ষাৎকারে এসে নিজের এই কঠিন পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলেছিলেন রানী মুখোপাধ্যায়।জানিয়েছিলেন কতটা খারাপ পরিস্থিতির দিকে গিয়েছিলেন তিনি। প্রতিটি মুহূর্তে সিগারেট ছাড়া থাকতেই পারতেন না একটা সময়। তবে শেষে সন্তানের কথা ভেবে স্থির করেন ধূমপান কমিয়ে দেবেন। রাতারাতি তা সম্ভবপর হয়নি। তবে গর্ভে যখন সন্তান, তখন আর ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলেন না তিনি। অবশেষে স্থির করেন, একটু একটু করে সরে আসবেন এই নেশা থেকে। সেই চেষ্টাই করতে থাকেন। আর একটা সময় পর তিনি এই নেশা একেবারেই ত্যাগ করে ফেলেন।

বিকিনি পরতে মায়ের অনুমতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সালটা ছিল ২০০৪, দিনটা ২৭ আগস্ট। এ দিন মুক্তি পেয়েছিল যশরাজ ফিল্মসের ছবি 'ধুম'। ছবিটি ছিল ব্লকবাস্টার। ছবিতে ছিলেন জন আব্রাহাম, অভিষেক বচ্চন, উদয় চোপড়া, এষা দেওল এবং রিমি সেনের মতো তারকারা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এষা দেওল সেই ছবিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন। এষা জানিয়েছেন, তাকে ওই ছবির জন্য কখনোই অডিশন দেননি। নিজের ভূমিকার জন্য শারীরিক পরিবর্তন আনতে মাত্র ৬ মাস সময় দেয়া হয়েছিল।

ধুম-এ এষার বিকিনি লুক সেই সময়ে একটি বিশাল আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। এষা উল্লেখ করেন যে, ওই দৃশ্যে রাজি হওয়ার আগে তিনি তার মা হেমামালিনীর অনুমতি চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে যখন এষাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে তিনি তার বাবা, প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রের অনুমতি নিয়েছিলেন কী? এষা উত্তর দেন, যে তার মায়ের সম্মতি পাওয়াই তার কাছে যথেষ্ট ছিল, বাবার অনুমতির প্রয়োজন হয়নি। বলিউড হাঙ্গামাকে এষা বলেন, 'না। আমার মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নেয়াটা আমার বাবার থেকে অনুমতি পাওয়ার মতোই ভালো ছিল।'

এর আগে এষা বলিউড বাবলকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন- প্রযোজক আদিত্য চোপড়া যখন তাকে ছবিতে বিকিনি পরার কথা বলেছিলেন, তখন তিনি তার মাকে জিজ্ঞেস করেন, সেটা পরবেন কিনা? আর মাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করার আগে তিনি নার্ভাস ছিলেন বলেই জানিয়েছিলেন এষা। তবে এ ক্ষেত্রে হেমামালিনী মেয়েকে সমর্থনই করেছিলেন বলে জানান এষা। তার কথায়, আদিত্য চোপড়া তাকে বলেন, 'আপনি যখন আপনার বন্ধুদের সঙ্গে ছুটি কাটাতে বাইরে যান তখন তো এটা পরেন। তাই এবার ছবিতেও এটা সেভাবেই পরুন। শুধু খেয়াল রাখবেন, সেটা যেন মানানসই হয়।'

'ধুম'-এ চরিত্রটির জন্য নিজেকে তৈরি করতে তাকে ঠিক কী করতে হয়েছে, সেটাও সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন এষা। তিনি বলেন, 'আলাদা করে আমার কোনো অডিশন হয়নি, শুধু লুক টেস্ট হয়েছিল। তবে আমাকে বিকিনির জন্য প্রয়োজনীয় ছাঁচে নিজের শরীরকে গড়ে তোলার জন্য সময় দেয়া হয়েছিল। আমি অনেক পরিশ্রম করেছি।'

প্রসঙ্গত এষা যখন ধুম ছবিতে কাজ করেন, ততদিনে তিনি কুছ তো হ্যায়, কেয়া দিল নে কাহা, না তুম জানো না হাম-এর মতো ছবিতে কাজ করে ফেলেছেন। তবে ধুম ছবিটি এষা দেওলের কেরিয়ারে সব থেকে বড় হিট ছিল। যদিও এষা দেওলকে ধুম-এর পরবর্তী ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোতে আর দেখা যায়নি। তবে শোনা যাচ্ছে যশ রাজ ফিল্ম নাকি ধুম-৪ আনতে চলেছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে সে বিষয়ে এখনো কোনো ঘোষণা করা হয়নি।

রাফিনিয়ার হ্যাটট্রিক, প্রতিপক্ষের জালে বার্সার ৭ গোল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লা লিগায় নিজেদের টানা চতুর্থ জয় পাওয়ার দিনে বার্সেলোনা রীতিমতো রিয়াল ভায়াদোলিদের জালে গোল উৎসব করেছে । আর তাতে বড় ভূমিকা ছিল ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রাফিনিয়ার। তার দারুণ এক হ্যাটট্রিকে ৭-০ গোলের বড় জয় পেয়েছে হ্যান্সি ফ্লিকের বার্সা।

শনিবার ঘরের মাঠ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ভায়াদোলিদকে আতিথ্য দেয় কাতালানরা। পুরো ম্যাচজুড়ে সফরকারীরা কোনো পাত্তাই পায়নি। ফলে ভায়াদোলিদকে দর্শক বানিয়ে তাদের অর্ধে একের পর এক আক্রমণ এবং গোল করেছে কাতালানদের জেতানো অনেকটা পাইকারি দরে। স্প্যানিশ অ্যাটাকিং বার্সার হয়ে রাফিনিয়ার মিডফিল্ডার দানি ওলমো এদিন হ্যাট্রিক ছাড়াও একটি করে শুরু করেন প্রথম একাদশে গোল করেছেন রবার্ট থেকে। তবে গোল পেতে লেভান্ডফস্কি, জুল কুন্দে, দানি মরিয়া বার্সাকে লিড এনে দেন ওলমো ও ফেররান তোরেস। রাফিনিয়া। ২০ মিনিটে পাউ অভিষেক ম্যাচেই গোল করে কুবার্সির মাঝমাঠ থেকে বাড়ানো বল ধরে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। পরের গোলের যোগানও আসে একইভাবে। এবার স্পটলাইটে লেভান্ডফস্কি। চলতি আসরে চতুর্থ গোল পাওয়া এই পোলিশ তারকা বার্সাকে দ্বিতীয় লিড এনে দেন। পরে যোগ করা সময়ে কর্নার থেকে পাওয়া বলে কোণাকুণি শটে ফরাসি ডিফেন্ডার কুন্দে স্কোরলাইন করেন ৩-০।

দ্বিতীয়ার্ধে নেমেও আক্রমণের ধারা ধরে রাখে ফ্লিকের শিষ্যরা। ম্যাচে ৫৫তম মিনিটে নিজের প্রথম গোল পাওয়ার সুযোগ আসে ওলমোর সামনে। কিন্তু ইয়ামালের বাড়ানো পাসে তিনি পা ছোঁয়াতে পারেননি। এর পরপরই রাফিনিয়ার শট গোলরক্ষক দেয়ালে এবং লেভার শট গোলপোস্টে লাগে। রাফিনিয়া অবশ্য বেশিক্ষণ আক্ষেপ রাখেননি, ৬৪ মিনিটে জটলার মধ্যে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি। মিনিট আটেক পর পূর্ণ করেন হ্যাটট্রিকও। এতে অবশ্য দারুণ অবদান ইয়ামালের, এই স্প্যানিশ তরুণ নিজেদের অর্ধ থেকে বল নিয়ে পাস দেন রাফিনিয়াকে। গোলরক্ষককে ফাঁকি দেওয়া শটে তিনি ক্যারিয়ারে প্রথম হ্যাটট্রিকের স্বাদ পান।

এরপর ওলমো গোল করেন ৮২তম মিনিটে। প্রতিপক্ষের তিন খেলোয়াড়ের মাঝ দিয়ে দারুণ ক্ষিপ্রতায় বল নিয়ে আরও এক ডিফেন্ডারকে কাটান। পরে জালকে বলের ঠিকানা বানিয়ে নেন। ভায়াদোলিদের জালে শেষ গোলটি আসে ৮৫ মিনিটে। লেভার বদলি নামা তোরেস রাফিনিয়ার পাস ধরে বক্সে ঢোকেন, এরপর সপ্তম গোল এনে দেন বার্সাকে। এ নিয়ে চার ম্যাচের সবকটিতে জিতেই দলটি ১২ পয়েন্টে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে।

কবে মাঠে দেখা যাবে মেসিকে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোপা আমেরিকার ফাইনালে চোট পাওয়ার পর থেকে মাঠের বাইরে লিওনেল মেসি। আর্জেন্টিনা নিজেদের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের স্কোয়াডেও রাখেনি সর্বকালের অন্যতম সেরা এই তারকাকে। তবে ৪৫ দিন পরে অনুশীলনে ফিরেছেন তিনি। ইন্টার মায়ামির হয়ে অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে এলএমটেনকে। যদিও আরও কিছুটা সময় তাকে অপেক্ষা করতেই হচ্ছে ম্যাচে ফেরার জন্য। ক্লাব ইন্টার মায়ামির ভাষ্য, মেসিকে নিয়ে কোনোপ্রকার ঝুঁকি তারা নিতে চাইছেন না। মেসির বর্তমান ক্লাব জানিয়েছে, যতটা সময় দরকার তার পুরোটাই দেওয়া হবে মেসিকে। আর ধারণা করা হচ্ছে, অন্তত দু'সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে। তার পরেই খেলায় ফিরতে পারবেন তিনি।

মেসির চোট নিয়ে ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো বলেছেন, 'ছয় সপ্তাহ ধরে এই চোট নিয়ে সে ভুগছে। তার পুরোপুরি সেরে ওঠা জরুরি। তার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের শান্ত হয়ে সবদিক বিবেচনা করতে হবে। সে কয়েক সপ্তাহ আগে অনুশীলন শুরু করেছে, প্রাথমিকভাবে সে চিকিৎসক ও শারীরিক প্রশিক্ষকের সঙ্গে কাজ করেছে। এরপর সে আংশিকভাবে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছে। আমরা এখনো তার উন্নতি পর্যবেক্ষণ করছি।'

১৫ জুলাই কোপার ফাইনালে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে চোট পান মেসি। সেই অবস্থাতেই দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নেমেছিলেন। কিন্তু ৬৪ মিনিটের মাথায় দ্বিতীয় বার ডান পায়ের গোড়ালিতে চোট পাওয়ার পরে আর খেলতে পারেননি।

হল্যান্ডের টানা দ্বিতীয়

হ্যাটট্রিকে সিটির অনায়াস জয়

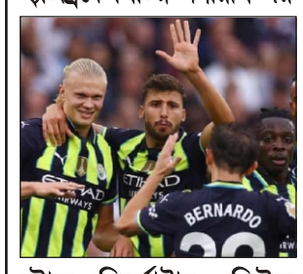

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মৌসুম আসে, মৌসুম যায়।আর গোলের ক্ষুধা আর ক্ষুরধার হয় আর্লিং হল্যান্ডের। প্রিমিয়ার লীগে এই নরওয়েজিয়ান তারকা এবার ছুটছেন সবাইকে ছাড়িয়ে।এক সপ্তাহের ব্যবধানে করলেন দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। প্রিমিয়ার লিগে হলান্ডের টানা দ্বিতীয় হ্যাটট্রিকের দিনে ওয়েস্ট হ্যামকে অনায়াসে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি।

প্রিমিয়ার লিগে শনিবার প্রতিপক্ষের মাঠে ৩-১ গোলে জিতেছে পেপ গার্দিওলার দল।অবধারিতভাবে সিটির তিনটিই গোলই এসেছে হল্যান্ডের পা থেকে।ঘরের মাঠেই ম্যাচজুড়ে কোণঠাসা থাকা ওয়েস্ট হ্যামের একমাত্র গোলটি এসেছে আত্মঘাতী হিসেবে।

আগের ম্যাচে ইপচউইচ টাউনের বিপক্ষে এক হ্যাটট্রিক করা হল্যান্ড এদিনও ছিলেন দুর্দান্ত।ফিনিশিংয়ে তালগোল না পাকালে পেয়ে যেতে পারতেন চার-পাচ গোলও!তবে হ্যাটট্রিক করেই এই সিটি স্টাইকার উঠে গেছেন ইতিহাসের পাতায়।

১৯৯৪ সালের পর এই প্রথম প্রিমিয়ার লিগের কোনো খেলোয়াড় মৌসুমে দলের প্রথম তিন ম্যাচের দুটিতেই হ্যাটট্রিক করলেন। আগের রেকর্ডটি ছিল ব্রাডফোর্ডের পল জুয়েলের।

আজ ওয়েস্ট হামের মাঠে হন্ড গোলের খাতা খোলেন ১০ মিনিটে। ৯ মিনিট পরই রুবেন দিয়াজের আত্মঘাতী গোলে ম্যাচে সমতা চলে আসে। তবে ৩০ মিনিটে আরেক গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েই বিরতিতে যান হল্যান্ড।

নরওয়েজীয় তারকা প্রিমিয়ার লিগে তাঁর হ্যাটট্রিকের গোলটি করেন ম্যাচের ৮০তম মিনিটে। মাঝমাঠের একটু সামনে পাওয়া বল একক প্রচেষ্টায় টেনে নিয়ে গোলকিপারকে ফাঁকি দিয়ে জালে পাঠান। মাত্র তিন ম্যাচেই হলান্ডের গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭। আর প্রিমিয়ার লিগে ৬৯ ম্যাচে গোল ৭০টি।

ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে জয়ের সুবাদে তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট তুলে তালিকার শীর্ষে উঠে গেছে ম্যানচেস্টার সিটি।ব্রাইটন ৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে। হলান্ডের দল লিগে পরের ম্যাচটি খেলবে ১৪ সেপ্টেম্বর ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে।

সিপিএলকেও বিদায় বলে দিলেন ব্রাভো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি মৌসুম শেষে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) আর খেলবেন না বলে জানিয়ে দিলেন টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী বোলার ডোয়াইন ব্রাভো।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও আইপিএল থেকে বিদায় নিয়েছেন আগেই। শনিবার ইনস্টাগ্রামে সিপিএল থেকেও বিদায়ের বার্তা দিলেন আগামী মাসে বয়স ৪২ ছুঁতে যাওয়া এই পেস অলরাউন্ডার।

"যাত্রটা ছিল দুর্দান্ত। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে এটা হতে যাচ্ছে আমার শেষ মৌসুম।"

"ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স এমন একটা জায়গা যেখানে আমার সবকিছুর শুরু হয়েছিল এবং আমার এই দলের হয়েই শেষটা টানতে চাই।"

সিপিএলেও সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী বোলার ব্রাভো। ১০৪ ম্যাচে ২২.৪৩ গড় ও ৮.৭০ রান রেটে নিয়েছেন ১২৮ উইকেট।

২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল থেকে অবসর নেন ব্রাভো। ২০২৩ আইপিএল আসর থেকে নেন আইপিএল থেকে অবসর। এরপর চেন্নাই সুপার কিংসের বোলিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সিপিএলের সফলতম খেলোয়াড় ব্রাভো। জিতেছেন ৫টি শিরোপা। ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হয়েই জিতেছেন তিনটি (২০১৭, ২০১৮ ও ২০২০)। তার নেতৃত্বে ২০২১ সালে চ্যাম্পিয়ন হয় সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়ট। শুরুটা করেছিলেন ২০১৫ সালে ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো রেড স্টিলের হয়ে।

বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের পরিচিত নাম ব্রাভো। সব মিলিয়ে তিনি ৫৭৯ ম্যাচে নিয়েছেন রেকর্ড ৬৩০ উইকেট, করেছেন ৬ হাজার ৯৭০ রান।

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বোলিং পরামর্শক ছিলেন ব্রাভো। প্রথমবার আফগানরা খেলে সেমিফাইনালে। অন্যদিকে ২০২৩ আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের বোলিং পরামর্শক ছিলেন তিনি। সেবার আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয় চেন্নাই।

ম্যাচেসেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ব্যাটিং পাননি ব্রাভো। বোলিংয়ে ২ ওভারে ১৯ রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য। নিকোলাস পুরানোর ৪৩ বলে ৯৭, কেসি কার্টির ৩৫ বলে অপরাজিত ৭৩ ও সুনিল নারাইনের ১৯ বলে ৩৮ রানের কল্যাণে ৪ উইকেটে ২৫০ রান তুলে ৪৪ রানে জিতেছে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স।

মায়ামিতে সুয়ারেজ জাদু চলছেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বন্ধু লিওনেল মেসির অনুপস্থিতিতে দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলাচ্ছেন লুইস সুয়ারেজ। উরুগুয়ান তারকার জোড়া গোলে জয়ের ধারায় আছে ইন্টার মায়ামি।

সিকাগোর সোলজার ফিল্ডে মেজর লিগ সকারে রোববার সকালে স্বাগতিক সিকাগোকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ইন্টার মায়ামি। সুয়ারেজের জোড়া গোলের পাশাপাশি ফ্লোরিডার দলটির হয়ে জালের দেখা পেয়েছেন রবার্ট টেইলর। অন্য গোলটি আত্মঘাতি। ম্যাচের শেষ দিকে স্বাগতিকদের হয়ে ব্যবধান কমানো গোলটি করেন জর্জিয়াস কুস্তাসিয়াস। অগের ম্যাচে সিনসিনাটিকে হারিয়ে সবার আগে প্লে অফ নিশ্চিত করে মায়ামি। ২-০ গোলে জয় পাওয়া সেই ম্যাচেও দুটি গোলই করেছিলেন সুয়ারেজ।

ম্যাচে সমান তালে লড়েছে ১৫ দলের পয়েন্ট তালিকায় ১৪ নম্বরে থাকা সিকাগো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পেরে ওঠেনি মায়ামির গোছালো আক্রমণের সঙ্গে।

ম্যাচের ২৫তম মিনিটে আত্মঘাতি গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। এই গোলেও সুয়ারেজের অবদান। তার জোরালো উঁচু শট বামে ঝাঁপিয়ে ফিরিয়েছিলেন গোলরক্ষক। ফিরতি বল নিজেদের খেলোয়াড়ের গায়ে লেগে জালে জড়ায়।

বিরতি থেকে ফিরে প্রথম মিনিটেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সুয়ারেজ। বাম প্রান্ত থেকে দিয়াগো গোমেজের বাড়ানো বল ধরে কাছের পোস্টে নেওয়া তার নিচু শট জালে জড়ায়। ৬৫তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন জর্দি আলবার আড়াআড়ি পাসে স্রেফ টোকা দিয়ে।

৮২তম মিনিটে ব্যবধান কমায় সিকাগো। তবে যোগ করা সময়ে লিওনার্দো কাম্পানার বাড়ানো বলে সহজেই ব্যবধান আবারও বড় করে মাঠ ছাড়ে মায়ামি।

মেসি ছাড়াও মায়ামির ৬জন চোট নিয়ে মাঠের বাইরে। তবু ছুটছে জেরার্দো মার্তিনোর দলের জয়যাত্রা। ২৭ ম্যাচে ১৮ জয় ও ৫ ড্রয়ে ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে মায়ামি। সমান ম্যাচে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার দুইয়ে সিনসিনাটি।

আবারও ভারতীয় দলে দ্রাবিড়!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৩ বছর পর আবার ভারতীয় দলে দ্রাবিড়। তবে রাহুল নন, ইনি সমিত দ্রাবিড়। ২০১১ সালে অবসর নিয়েছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। ২০২৪ সালে ভারতের সাবেক অধিনায়ক এবং কোচের পুত্র সুযোগ পেলেন অনূর্ধ্ব-১৯ দলে। অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ খেলবে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দল। সেই সঙ্গে খেলবে চার দিনের ম্যাচও। দুই দলেই রয়েছেন সমিত।

এক দিনের সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন মোহাম্মদ আমান। উত্তরপ্রদেশের তরুণের নেতৃত্বে খেলবেন সমিতেরা। ২১, ২৩, এবং ২৬ সেপ্টেম্বরে পুদুচেরিতে হবে সেই তিনটি ম্যাচ। সমিত প্রথম একাদশে জায়গা পান কিনা সেই দিকে নজর থাকবে। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু চার দিনের ম্যাচ। লাল বলের দু'টি ম্যাচ খেলবে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ্ব-১৯ দল। চেন্নাইয়ে হবে লাল বলের ম্যাচগুলি। মধ্যপ্রদেশের সোহম পটবর্ধন লাল বলের অধিনায়ক।

সমিত পেস বোলিং অলরাউন্ডার। মহারাজা টি-টোয়েন্টি লিগে মাইসোর ওয়ারির্সের হয়ে খেলছেন তিনি। সেই প্রতিযোগিতায় যদিও বল করার সুযোগ পাননি সমিত। সাতটি ম্যাচ খেলে করেছেন ৩৩ রান। কর্ণাটকের টি-টোয়েন্টি লিগে তেমন সাফল্য না পেলেও কোচবিহার ট্রফিতে রান পেয়েছিলেন তিনি। সেখানে আট ম্যাচে ৩৬২ রান করেছিলেন ১৮ বছরের সমিত। নিয়েছিলেন ১৬টি উইকেট। জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ৯৮ রান করেছিলেন। প্রথম বার কর্ণাটক কোচবিহার ট্রফি জিতেছিল। সেই জয়ে বড় ভূমিকা ছিল সমিতের। সেটারই ফল পেলেন। ডাক পেলেন ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলে।

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR